ফুটবলে স্বর্ণ স্বপ্ন পূরণ স্বাগতিকদের

উগুতে একটি বক্সিংয়ে দুটিসহ গতকাল ৪টি স্বর্ণ জিতে বাংলাদেশ

ইকবাল হোসেন চপল

আজ রাতে নিভে যাবে এসএ গেমসের মশাল। তবে গতকাল ফ্লাড লাইটের আলোয় যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটল ফুটবল দলের পারফরমেন্সে, সে আলোর প্রজ্বলন মনে রাখবে বাংলাদেশ ফুটবলভক্তরা বহুদিন। ফুটবলে এক সময়ে স্বর্ণের হরিণের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ ১৯৯৯-এ, কাঠমান্ডু সাফ গেমসে। তবে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে স্বাগতিকদের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ফুটবল দলের এটাই প্রথম। ফুটবলের অল টাইম গ্রেট বাংলাদেশ দলের একটি হয়েও ১৯৮৫'র সাফ গেমসে বাংলাদেশ হতাশ করেছে ফাইনালে স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে, ১৯৯৩'র ঘরের মাঠে সাফ গেমসে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে দেশকে লজ্জায় ডুবিয়েছে ফুটবল দল, সে লজ্জা ঢেকে দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বাগতিক দর্শকদের সামনে ফুটবলে স্বর্ণ জিতে। একতরফা ফাইনাল ম্যাচে পরিণত করে আফগানিস্তানকে ৪-০তে পর্যুদস্ত করে ২ আসর পর দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের স্বর্ণপদক পুনরুদ্ধার করেছে বাংলাদেশ ফুটবল দল।

২ মাস আগে সাফ এ ফাইনালে উঠতে না পারার ক্ষত শুকাতে বাংলাদেশ ফুটবল দলকে জোরান জর্জেভিচের হাতে তুলে দেয়াটা যে ছিল সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ ফুটবলারদের কৌশলগত এবং মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন এনে বাফুফের সে আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন এই সার্বিয়ান। মাত্র ২ মাসের এ্যাসাইনমেন্টে শিষ্যদের এমন সাফল্যের প্রতীক্ষাই যেনো ছিলেন সার্বিয়ান কোচ জোরান জরজেভিচ, রেফারির শেষ বাঁশি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে গায়ে জড়িয়ে নিলেন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা। মুখে বারবারই উচ্চারিত হলো 'চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ'।

১৭০ কোটি টাকার এসএ গেমসে অনেক প্রাপ্তি, ভারোত্তোলনে হামিদুলের স্বর্ণজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু ইতিহাস রচনা, ফুটবলের সাফল্যে স্বর্ণপদকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮-তে। ১৯৯৩'র এসএ গেমসে ইতোপূর্বের ১১টি স্বর্ণকে টপকে এমন ইতিহাসে ফুটবল ছড়ালো আসল আলো। এ্যাথলিট এবং সাঁতারুদের ব্যর্থতায় স্বর্নসাফল্যে প্রাণভরে হাসতে পারেনি বাংলাদেশ ক্রীড়াপ্রেমীরা, গতপরশু ক্রিকেটের স্বর্ণজয়ের পর গতকাল ফুটবলের স্বর্ণজয়ে সব অতৃপ্তি গেল ঢেকে।

গতকাল জোরানের দল ফাইনালে প্রতিপক্ষ আফগানিস্তানকে বিধ্বস্ত করেছে মিশু, এনামুল, কোমল ও সবুজ এর গোলে।

এসএ গেমসের সমাপনীর বিরহের সুরটা আজই ভেসে উঠবে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে নিভে যাবে গেমসের মশাল। তার আগে দেশবাসীকে আনন্দেই ভাসালে আমিনুলদের দল। এই ভেন্যুতে তাদের কারণেই যে গতকাল প্রথমবারের মতো বেজে উঠলো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ফুটবলে আফগানিস্তান আর মালদ্বীপের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলো বাংলাদেশের জাতীয় পাতকা। দারুণ এক অর্জনের সাক্ষীই হয়ে রইলো বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম।

এসএ গেমসের ১১টি আসরে বাংলাদেশ এটি ষষ্ঠ এবং আফগানিস্তানের প্রথমবারের মতো ফাইনাল। গ্রুপ রাউন্ডে যেভাবে ভারত, পাকিস্তান শ্রীলংকাকে বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনালের হার্ডল পেরিয়েছে মালদ্বীপকে হারিয়ে, তাতে উপভোগ্য ফাইনালের আভাস ছিল। তবে লড়াইটি হলো অসম, শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়া বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হয়ে খেলেছে ম্যাচের শেষ বাঁশি বেজে ওঠা পর্যন্ত। ম্যাচে বারবার এগিয়ে যাওয়ার পরও ছিল না কোন আত্মতুষ্টি। দু'অর্ধে বাংলাদেশ গোল করেছে ২টি করে। খেলার ১৮ মিনিটে ওয়ালী ফয়সালের ফ্রি-কিকে মিশুর হেড আশ্রয় নিয়েছে জালে (১-০)। দ্বিতীয় গোলও এলো হেড থেকে। এবার বাঁ-প্রান্ত থেকে শাকিলের ক্রসে এনামুলের হেড (২-০)এ গোল ব্যবধান বাড়ালো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শেষ দুই গোল পেলেন বদলি খেলোয়াড়। ৩৫ মিনিটে ইউসুফের বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নামা কোমল ৬৯ মিনিটে দলের পক্ষে তৃতীয় এবং শেষ মিনিটে এমিলির বদলি হিসেবে মাঠে নামা সবুজ করলেন দলের চতুর্থ গোল। যার যোগফল ১১ বছর পর এসএ গেমসের ফুটবলে আবারো চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ।

ফাইনাল শেষে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিত বাংলাদেশের ফুটবলারদের গলায় পরিয়ে দিলেন স্বর্ণ পদক। বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। গলায় শোভিত যে পদক স্বাগতিকদের মর্যাদাই বাড়িয়ে দেয়নি। ফুটবল সাফল্যে পূর্ণতা পাওয়া এসএ গেমস আয়োজনের সার্থকতাও খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন।